'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২তম বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০

আনন্দ মঠ

ব
ন্দে
মা
ত
র
ম্

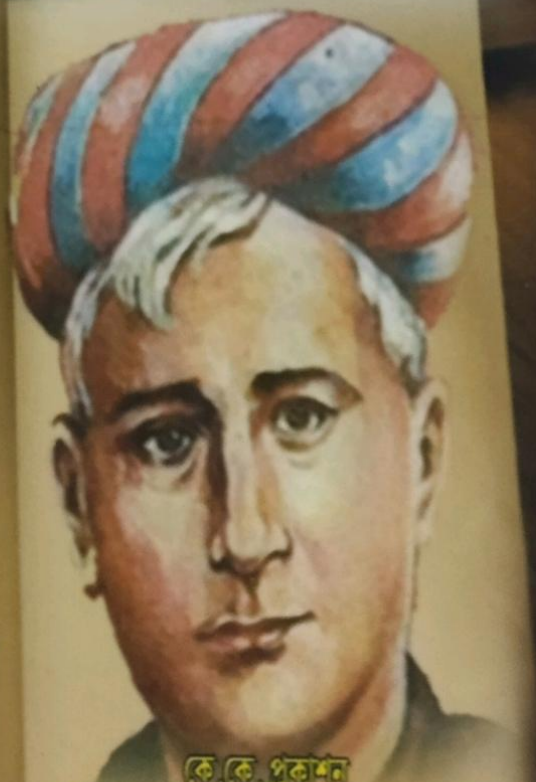

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

U.G.C.-CARE List approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 80.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 124 Volume

September, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূ চী প ত্র

১.বঙ্কিম মনীষার স্বরূপ সন্ধানে...
:: মাধব ঘোষ.....৯
২.বঙ্কিম প্রতিভা নির্মাণে হুগলি কলেজ
:: মুহাম্মদ জিনানতু'ল্লা শেখ ১৭
৩.বঙ্কিম চেতনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জাগরণ
:: হজরত আলি সেখ.....২২
৪. বেদব্যাস মহাভারতের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী কৃষ্ণ :
তুলনাত্মক অধ্যয়ন
:: মৌসুমী রায়.....২৫
৫ ট্র্যাজেডি ভাবনারআলোকে নির্বাচিত বঙ্কিম উপন্যাস
:: শুভম চ্যাটার্জ্জী ৩৮
৬.বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ ও রাজসিংহ' : উপকাহিনির প্রেক্ষিতে
::সুমিত চ্যাটার্জ্জী.....৪৮
৭. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সখী ভাবনা
:: প্রগতি চেতনা বক্সী.....৫৪
৮.বঙ্গিম বীণা : তৌলন সাহিত্যের আলোকে
:: প্রদীপকুমার পাত্র.....৬০
৯.নারীর সামাজিক অবস্থান ও উপযোগবাদ : প্রসঙ্গ
বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ
:: সমীর অধিকারী.....৬৭
১০.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Rajmohan's Wife সমকালীন বঙ্গ
নারীজীবনের এক জীবন্ত আলেখ্য
:: বসন্ত বর্মন.....৭৩
১১.বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ভবিষ্যৎ দর্শন
:: মিতা রায়.....৮১
১২.ভাষাতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান
:: সন্দীপ কুমার রায়.....৮৬

বঙ্কিম চেতনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জাগরণ

হজরত আলি সেখ

সংক্ষিপ্তসার :

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময় বাঙালী মনীষীগণ দারিদ্র,অশিক্ষা ও শোষণমুক্ত সমাজের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সর্বাত্মক বিকাশের কথা চিন্তা করে গেছেন। এ ব্যাপারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ সকলেই সহমত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সহ সকলেই মনে করতেন যে ভাষা, সাহিত্যের বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়ন না হলে সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক জাগরণ সম্ভব হবে না। বর্তমান প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়েছেন তা নিরুপণ করা।

সূচক শব্দ: সংস্কৃতি, মূল্যবোধ,জাগরণ,

প্রতিপাদ্য বিষয়:

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপনাসগুলোর মাধ্যমেই সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শনের গভীরতার সন্ধান করেননি। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমেও তা ব্যক্ত করেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ সংকলন পুস্তিকা 'বিজ্ঞান রহস্য' যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন।তেমনি সমাজ দর্শনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাঁর রচিত লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর পুস্তকসমূহে। আবার কৃষ্ণচরিত্র বা ধর্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থগুলোতে জীবনদর্শনের প্রতিফলন ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ভাষা ও সাহিত্যে সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যম। লেখক যদি সহজ-সরলভাবে ভাষা সাহিত্যেকে উপস্থাপন করেন, তবে তা পাঠক ও জনগণের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে লিখেছেন " যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজেই পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।" তিনি আরো বলেছেন " যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই,সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য "। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে বুঝিছেন। তাঁর মতে, যে ভাষা জানিনা, সে ভাষায় কিছু রচনা করতে গেলেই তা সৌন্দর্যহীন হবেই। ভাষা সৌন্দর্যহীন, শক্তিহীন হলে আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। সেজন্য ভাষার উন্নতি প্রয়োজন। উন্নত ভাষা মানবজীবনের সার্বিক বিকাশ সাহায্য করে। ভাষা,